আলমডাঙ্গার নারী উদ্যেক্তা দুইবোন দিলরুবা ও মিশকোর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প

হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার পর পুরো সংসারের ভার মাথায় এসে পড়ে বড় দুই বোন দিলরুবা ও আজমেরী জাহান মিশকোর ওপর। ভাই দুইটা ছোট হওয়ায় তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ভেঙ্গে পড়ে পরিবার। এ সময় একটু সুবিধা হয় দিলরুবা রাশজাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেছে। মিশকো একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী।

দুই বোন শোককে শক্তিতে পরিনত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। অথৈই সমূদ্রে তলিয়ে যেতে থাকা পরিবারকে টেনে তোলার আপ্রান চেষ্টা করতে থাকেন। করোনার বন্ধে মিশকো বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতেই গোড়ে তোলেন দুই বোনের পরিচালনায় ‘সিস্টারস কিচেন’।

প্রথমদিকে, মেসেঞ্জারের সহযোগীতায় বন্ধু-বান্ধবী ও প্রতিবেশীদের মাঝে খাবারের অর্ডার পেতে থাকে দুই বোন। ছোট দুইটা ভাই প্রাপকের বাড়িতে বিদ্যূৎ গতিতে ডেলিভারী দিয়ে আসে। পরবর্তীতে এর সীমানা বাড়তে থাকে। চাহিদা বাড়তে থাকায় খুলতে হয় সিস্টারসকিচেনবিডি.কম নামের অনলাইন পেইজ।

সিস্টারস কিচেনে তৈরী হচ্ছে নাস্তা। তৈরী হচ্ছে ভারী খাবারের আইটেমও। মজার মজার পারিবারিক এসব রান্না আপনি চাইলেই আপনার দরজায় গিয়ে দিয়ে আসছে সিস্টারস কিচেন।
নাস্তার আইটেম পাবেন- চিকেন ফ্রাই, চিকেন টিকিয়া, চিকেন বল, চিকেন কাটলেট, চিকেন নাগেট, চিকেন অনথন, চিকেন ললিপপ, চিকেন পপকর্ণ, চিকেন রোল, ভেজিটেবল রোল, এগ নুডুলস রোল, ডোনাট, ফুলপিঠা, পেস্টিকেক ও অসাধারণ পিজ্জা।

ভারী খাবারের আইটেমে পাবেন- চিকেন বিরিয়ানী, বিফ বিরিয়ানী, বিফ তেহারী, ফ্রাইড রাইচ, চিকেন ফ্রাই, ভেজিটেবল কম্বোপ্যাক।

আপনি অর্ডার দিলে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় নিয়ে চাহিদামত খাবারের প্যাক আপনার বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসবে সিস্টারস কিচেন।

সিস্টারস কিচেনের দুই বোন দিলরুবা ও মিশকো কঠোর পরিশ্রম করে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছেন। তারা রীতিমত ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। পরিবারে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছেন। কোন ছন্দপতন ছাড়াই ছোট ভাই দুইটারও লেখাপড়ার অবারিত সুযোগ তেরী হয়েছে।

দিলরুবা বললেন, সিস্টারস কিচেন এখন আর ছোট নেই। এর পরিসর অনেক বেড়েছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ রাস্তার কোন খাবার তাদের সন্তানদের খেতে দিতে চান না। তাই পারিবারিকভাবে তৈরী সিস্টারস কিচেনের সুস্বাদু খাবার মানুষ পছন্দ করছেন।

আমাদের আজকের নারী উদ্যেক্তা দুই বোন দিলরুবা ও আজমেরী জাহান মিশকো। থানাপাড়া, আলমডাঙ্গা। মোবাইল- ০১৭৩০-৩৭৬৮১১।

(আলমডাঙ্গায় আপনাদের আশপাশে কোন নারী উদ্যেক্তা থাকলে আমাদের ০১৭১১-২৭৩৬০৯ এই নাম্বারে জানান। ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ সেই নারী উদ্যেক্তার গল্প আপনাদের শোনাবে)

মেহেরপুরে নতুন করে সাত জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০◌ে৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৬৫ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২৯ টি। এর মধ্যে ০৭ টি পজিটিভ (সদর- ৫, মুজিবনগর- ২)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৫৭০ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৬৫ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২০ (সদর- ১০, গাংনী- ৫, মুজিবনগর- ৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৭৫ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়: মেহেরপুর শহরের নিউ কেয়া

স্টোরের হাফিজুর রহমান (৫৫), সাহিদা রহমান (৫০), নাফিসা তাসনিম (১৭), সাবিহা সুলতানা (৪৩), সদর হসপিটালের স্মৃতি রাঙদি (৩৬) অপর দুইজন হলেন, মুজিবনগর বিশ্বনাথপুরের মর্জিনা খাতুন (৭০) ও নাজিরাকোনার আব্দুর রশীদ (২৫) ।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উপলক্ষে র্যালী

‘আমার রক্ত শত ধমনীতে আনবে নতুন প্রাণ, অন্ধ আখিঁতে রশ্মি জ্বালাতে করবো দৃষ্টিদান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস পালিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে সোমবার সকালে সিভিল সার্জনের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডা: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ওয়াহিদুজ্জামান, ডা: তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র অধ্যক্ষ আরিফ আহম্মেদসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা, অপমৃত্যু রোধ করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও দৃষ্টিহীনদের চোঁখের আলো ফেরাতে মরণোত্তর চক্ষুদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে সরকারী বিদ্যালয় বন্ধ ! কিন্তু থেমে নেই টিফিনের টাকা আদায়

দীর্ঘ সময় ধরে করোনা মহামরীর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও ঝিনাইদহ সরকারী বালক এবং বালিকা বিদ্যালয়ে আদায় করা হচ্ছে টিফিন ফি, বেতন, ল্যাব ফিসহ সকল আনুসাঙ্গিক খাতের টাকা। ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৬০০ ছাত্র এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১৬৬০ ছাত্রী অধ্যায়ন করে। তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে সরকারী বেতন ছাড়াও টিফিন ফি ৭৫ টাকা, কম্পিউটার ফি ২০, অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় খাতে ২০টাকা আদায় করা হয়।

তাছাড়া বছরের শুরুতে সরকারী ফি বাদে একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ভর্তির সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ বেসরকারী খাতে ১২১৫টাকা নিয়ে থাকে। সবমিলে একজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বছরে বেসরকারী খাতে ২৫৯৫ টাকা নেওয়া হয় যার একটি টাকাও সরকারী কোষাগারে জমা হয়না। এছাড়াও বার্ষিক ডিনার বা শিক্ষা সফর তো আলাদাই রয়েছে।

ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুযায়ী এবছর বার্ষিক আয় হবে ৪১লাখ ৫২হাজার টাকা এবং বালিকা বিদ্যালয়ে আয় হবে ৪৩লাখ ৭হাজারের কিছু বেশী।

এবছর করোনা মহামারীর কারণে মার্চের ১৭ তারিখ থেকে স্কুলের সকল কার্যক্রম বন্ধ একটানা ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত। তাছাড়া ফেব্রুয়ারীর ১তারিখ থেকে এস এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রায় ১মাস ১০দিন বন্ধ ছিল স্কুল দুটি।

এবছর খোলার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, কারণ ইতোমধ্যেই বার্ষিক পরীক্ষা হবেনা বলে ছাপ জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ড. দিপু মনি। শুধু মাত্র জানুয়ারী মাসে স্কুল চালু থাকলেও ১২মাসের টিফিনসহ অন্যান্যসব ফিস আদায় করা হচ্ছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন।

এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে টিফিন ফিসহ ও অন্যান্য আনুসাঙ্গীক ফি আদায় করায় ক্ষোভে ফুসে উঠছে অভিভাবকরা। তারা জানান টিফিন খরচ ফেরতসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গীক ফিস কমানোর

ব্যাপারে যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা না তাহলে তারা আন্দোলনের ডাক দেবেন।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ সফিয়ার রহমান বলেন অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমরা টিফিন ফিসসহ অন্যান্য ফি নিচ্ছি তবে এটা বেসরকারী ফিস হলেও আমরা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমতি স্বাপেক্ষে নিয়ে থাকি, না নেওয়ার ব্যাপারে এখনো কোন নির্দেশণা পাইনি।

সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষী রানী পোদ্দার বলেন, পূর্বের নিয়মানুসারে আমরা এসব ফিস নিচ্ছি যদি এর পরিবর্তণ হয় তাহলে আমরা সেটা অভিভাবকদের জানিয়ে দেব।

মেহেরপুরে রিয়েলমি মোবাইল ব্র্যান্ডশপ এর যাত্রা শুরু

মেহেরপুর শহরের কাশারী বাজারে পূবালী ব্যাংক এর পাশে রিয়েলমি মোবাইল ব্র্যান্ডশপ আফিয়া টেলিকম এর শো-রুম উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকাল দশটার সময় মোবাইল স্টেশন স্বত্বাধিকারী কার্জন আহম্মেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কাটার মধ্যদিয়ে উদ্বোধন করেন।

এসময় রিয়েলমি মোবাইল ব্র্যান্ডশপ এর প্রোপাইটার আবু হেনা মোস্তাফা কামাল বলেন, আমরা একটি নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি, যেখানে আমাদের এখানে অফিসিয়াল মূল্যে অফিসিয়াল রিয়েলমি মোবাইল ফোন পাওয়া যাবে।

পরে সেখানে কেক কেটে ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠান শেষ করে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক কুতু্ব উদ্দিন প্রমুখ।

জীবননগরে ভেজাল সার ও নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধে আলোচনা সভা

জীবননগরে কৃষি মোর্চার আয়োজনে এবং এনজিও সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় ভেজাল সার ও নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধে করণীয় বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১ টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি মোর্চার সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মো. হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংকন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলকানা লাকি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কামরুজ্জামান যুদ্ধ, জীবননগর উপজেলা লোকোমোর্চার সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন কাজল, সাংবাদিক কাজী সামসুর রহমান চঞ্চল, জিএ জাহিদুল ইসলাম,মিঠুন মাহমুদ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে কোনো দোকানদার যদি সার বেশি দামে বিক্রি করে অথবা ভেজাল সার, ভেজাল বীজ ও কীটনাশক বিক্রি করে তাহলে ওই দোকানদারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোচনা সভায় জীবননগর উপজেলার বিসিআইসি ও বিএডিসি অনুমোদিত সার ডিলার, খুচরা সার বিক্রেতা এবং সুধীবৃন্দরা অংশ গ্রহণ করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পালন করা হয়।

গতকাল রকিবুল ইসলাম ও উত্তম কুমার দেবনাথ এর জন্মদিনের মধ্যে দিয়ে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন অনিবার্ণ থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। এখন থেকে কেউ জন্মদিন পালন করতে চাইলে নিজ নিজ উদ্যোগে পালন করতে পারবেন।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনিবার্ণ থিয়েটারের সিনিয়র সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম ফিট্টু, কার্যনিবার্হী পরিষদের কবিরুল হক লিপু, অনন্ত কুমার শান্তারা, প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহ, আওয়াল হোসেন, ইসরাইল হোসেন খান টিটো, হাসমত কবির, মিরাজ উদ্দিন, মাহাবুবুর রহমান মুকুল, সাজ্জাদ হোসেন, আল মামুন, মিলন ও জেসমিন আক্তার পপি, লিটন, পূর্বা, পল্লী, পাপিয়া, হাবিবুর রহমান, আলিফসহ প্রায় ৭০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর বামন্দী ফজলু ক্লিনিকে গৃহবধূর মৃত্যু’র ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীতে আল শেফা ক্লিনিকে (ফজলু ক্লিনিক) গৃহবধূ সুরভী খাতুনের মৃত্যু’র ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: এম রিয়াজুল আলম ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

তিনি বলেন, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা: সাদিয়াকে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির প্রধান আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আর এম ও) ডা: সাদিয়া জানান, রবিবার তদন্ত কমিটি প্রথম দিনের মত কার্যক্রম শুরু করবে। সত্যতা ও ন্যায় নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তদন্ত করা হবে। প্রতিটা বিষয়কে সামনে এনে তদন্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন

দাখিল করা হবে।

এদিকে আল শেফা ক্লিনিক (ফজলু ক্লিনিক) কর্তৃপক্ষ সুরভী খাতুনের পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে বলে সূত্রে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে সুরভী খাতুনের পরিবারের সাথে কথা বলতে চাইলে তারা বলেন, মেয়ের মৃত্যুতে শোক কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তবুও চারিদিকের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েছি এ বিষয়ে পরে কথা বলবো।

এদিকে নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে ছলচাতুরি শুরু করেছে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ক্লিনিক মালিক নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে শনিবার রাত ৯ টা ৪৫ মিনিটে কল দিলে তিনি রিসিভ করেনি।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, সুরভীর পরিবারের পক্ষ থেকে যখনই অভিযোগ দেবে তখনই ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এখনও পর্যন্ত তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করেনি।

উল্লেখ্য: মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ফজলুল হক তার ভাইয়ের ক্লিনিকে সুরভী খাতুন নামের এক গৃহবধূর সিজারিয়ান অপারেশন করার পর গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। গত বুধবার বিকালে বামন্দীর আল শেফা ক্লিনিকে (ফজলু ক্লিনিক) তার সিজারিয়ান অপারেশন করা হয়।

মেহেরপুরের গোভীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে রান্নাঘরে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুরে ভিটাপাড়ার মৃত মহরম আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাকের রান্নাঘরে আগুন লেগে প্রায় ৬ হাজার টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

রবিবার দুপুরের দিকে রান্না করা অবস্থায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শোভা খাতুন রান্না করার সময় গ্যাস

সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ার পর চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভাতে সাহায্য করে।

স্থানীয় লিটন জানান, প্রতিবেশী রাজ্জাকের বাসা থেকে চিৎকার শোনার পর দ্রুত ছুটে এসে দেখি আগুন লেগেছে। স্থানীয় বেশ কয়েকজন মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এই বিষয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস টিম লিডার রুহুল আমিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, ৯৯৯ এ আমাদের কাছে একটি সংবাদ আসে এবং সেই সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এলাকাবাসী।

গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও দায়িত্বরত সদর থানার এসআই নিকিল সহ বেশ কয়েকজন কনস্টেবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।